R. N. No 2532/57

Regd. No. C. 853

টেলিফোন : ৩৪-৯৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

আকর্ষণীয় ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্

রঘুনাথগঞ্জ

হেড অফিস—**সদরঘাট** *

ব্রাঞ্চ—**ফুলতলা**

বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

৬০শ বর্ষ
২৭শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৯শে অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৮০ সাল।
৫ই ডিসেম্বর, ১৯৭৩ সাল।

নগদ মূল্য : ১০ পয়সা
বার্ষিক ৫৲, সডাক ৬৲

জঙ্গিপুর খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগে
সিমেন্টের পারমিট দানে নগ্ন পক্ষপাতিত্ব চলছে কেন ?

(পত্রিকা অফিস)

সিমেন্টের অভাবে যখন উন্নয়নমূলক কাজ ব্যাহত হচ্ছে, যখন একটা কলেজের ছাত্রাবাস নির্মাণ বিলম্বিত হচ্ছে, যখন শক্তিহীন অথবা নীতিবাদী কোন আবেদনকারী নিতান্ত প্রয়োজনীয় সিমেন্ট পাওয়ার আশায় নিরাশ হচ্ছেন, ঠিক তখনই সিমেন্টের পারমিট নিয়ে জঙ্গিপুর খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের আমলারা কিভাবে আপন আপন তথ্‌ত্‌ তাউসের দৌলতে সরকারী নিয়মকানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে একই লোককে বিভিন্ন ঠিকানায় একাধিকবার পারমিট দিচ্ছেন তার কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য আমাদের হস্তগত হয়েছে।

একই তারিখে একই মেমো নম্বরে (এস, সি ২৮৫৬/১ (৩৭) তাং ৬-৬-৭৩) সুফিয়া বেগমকে পাইকোরা ঠিকানায় ২০ বস্তা এবং ইসলামপুর ঠিকানায় ১৫ বস্তা সিমেন্টের পারমিট দেওয়া হয়েছে। ঠিকানা বিভিন্ন হলেও সুফিয়া বেগম যে একই প্রার্থী তার প্রমাণ আমাদের দপ্তরে আছে।

অনেকে দীর্ঘদিন ধরে আবেদন জানিয়েও পারমিট পাচ্ছেন না। অনেকে আবার একই মাসে একাধিকবার সিমেন্টের পারমিট পাচ্ছেন। ছোটকালিয়ার উৎফুল্ল দাসী তার অকাট্য প্রমাণ। তাঁকে ৬ই জুন এস, সি ২৮৫৬ নম্বর পারমিটে পাঁচ বস্তা এবং ২৯শে জুন এস, সি ৩২৯২/১ (১) নম্বর পারমিটে পুনরায় পাঁচ বস্তা সিমেন্ট কেনার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

আমরা ইতিপূর্বে অনুমতি পত্রের সময়সীমা নির্দ্দিষ্টকরণের ক্ষেত্রে সম্পাদকীয় কলমে লিখেছিলাম, "পারমিটদাতা এবং সিমেন্ট বিক্রেতার মধ্যে

শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

ট্রেণ-গরুগাড়ী সংঘর্ষে নিহত-১ আহত-১

সাগরদীঘি, ২৯শে নভেম্বর—এস, এম, জি আর রোডের মনিগ্রাম লেভেল ক্রশিং-এ গত ২৬শে নভেম্বর রাত্রে বারহারোয়াগামী হাওড়া-বারহারোয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেণ একটি গরু গাড়ীকে ধাক্কা মারলে একজন নিহত এবং একজন আহত হন বলে সংবাদ পাওয়া গিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, লালগোলা থানার ইচ্ছাখালি থেকে এই থানার টগরপুরে ধান কাটাতে যাবার পথে গরু গাড়ীর আরোহী দু'জন ঘুমিয়ে পড়েন। গাড়ীটি ঐ লেভেল ক্রশিং-এ উঠে পড়লে প্যাসেঞ্জার ট্রেণ সজোড়ে ধাক্কা মারে। ফলে গরু গাড়ীর আরোহী একজনের ঘটনাস্থলে মৃত্যু ঘটে, অপরজন গুরুতর-ভাবে আহত হন। তাঁকে আশংকাজনক অবস্থায় এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্ত্তি করা হয়েছে। গরু গাড়ীটি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছে, গরুর কোন ক্ষতি হয়নি। রেলের কয়েকজন পদস্থ কর্মচারী আজ ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর তদন্ত শুরু করেছেন।

ও, সি-র বদলির প্রতিবাদে
সাগরদীঘি বন্‌ধ, স্মারকলিপি পেশ, ৪, সি ঘেরাও

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

সাগরদীঘি, ৪ঠা ডিসেম্বর—সাগরদীঘি থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার শ্রীধীরেন ঘোষকে চক্রান্ত করে বদলির প্রতিবাদে গতকাল সাগরদীঘি বাজারে হরতাল পালন করা হয়। শ্রীঘোষকে তিন ঘণ্টা ঘেরাও করে রাখা হয় যাতে তিনি চার্জ্জ বুঝিয়ে না দেন।

প্রকাশ, ভারপ্রাপ্ত অফিসার শ্রীঘোষ নাচনা গ্রামের বাকের আলীর বিরুদ্ধে গরীব গ্রামবাসীর উপর অত্যাচার, ২৮টি পরিবার উৎখাত ইত্যাদির অভিযোগ এনে আদালতে মামলা দায়ের করেন গত ২রা নভেম্বর। শ্রীআলী পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে শ্রীঘোষের বিরুদ্ধে কালীপূজোর চাঁদার জুলুম, গ্রামের মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার ইত্যাদির অভিযোগ করে জনৈক মন্ত্রীকে লিখিতভাবে জানালে পুলিশ সুপার এবং ডি, আই, জি এই থানায় এসে তদন্ত করে যান গত ২৯শে নভেম্বর। পরে শ্রীঘোষকে বদলির নির্দেশ দেওয়া হয় গত ২রা ডিসেম্বর এবং বহরমপুর ট্রাফিক পুলিশ অফিসার শ্রীশংকর চ্যাটার্জ্জীকে এই থানার দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয় ঐ দিন দুপুরে। এই ঘটনায় স্থানীয় জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হন এবং গতকাল আংশিক বন্‌ধ পালন করেন। বিকেলে ২০ জনের এক প্রতিনিধিদল বহরমপুর গিয়ে এস, পি-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং শ্রীঘোষের বদলির নির্দ্দেশ প্রত্যাহার ও অপরাধী বাকের আলীর শাস্তির দাবি সম্বলিত এক স্মারকলিপি পেশ করেন। এস, পি প্রতিনিধিদলকে জানান, মুখ্যমন্ত্রী এবং আই, জি-র নির্দ্দেশেই তিনি শ্রীঘোষকে বদলির নির্দ্দেশ দিয়েছেন, ঐ নির্দ্দেশ প্রত্যাহারের ক্ষমতা তাঁর নাই। এই খবর লেখা পর্যন্ত শ্রীচ্যাটার্জ্জীকে থানার দায়িত্বভার বুঝিয়ে দেওয়া হয়নি, শ্রীঘোষ সিক রিপোর্ট দিয়ে ছুটি নিয়েছেন। প্রতিনিধিদলের অনুরোধে শ্রীঘোষকে মাত্র একদিন থাকার জন্য এস, পি-র দেওয়া মেয়াদ গতকাল শেষ হয়ে গিয়েছে। স্থানীয় জনসাধারণ বেশ আগ্রহের সঙ্গে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করছেন এবং পরবর্ত্তী ঘটনা কি ঘটে তাই দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন।

ফোন—অরঙ্গাবাদ—৩২

মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ

হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)

রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

সবুজ বিপ্লবের শরিক হ'তে রাসায়নিক সার ব্যবহার করুন

এফ, সি, আই-এর অনুমোদিত এজেণ্ট

ক্ষুদিরাম সাহা চারুচন্দ্র সাহা

(জেনারেল মার্চ্চেণ্টস্ এণ্ড অর্ডার সাপ্লায়ার্স)

পোঃ ধুলিয়ান, (মুর্শিদাবাদ)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে অগ্রহায়ণ, বুধবার সন ১৩৮০ সাল।

॥ রুশ-ভারত চুক্তি ॥

সোভিয়েট কমিউনিষ্ট প্রধান শ্রীলিওনিদ ইলিচ ব্রেজনেভের ভারত সফর এবং এই সফরের অঙ্গস্বরূপ ভারত-রুশ ১৫ বৎসর মেয়াদী বৈষয়িক চুক্তি নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এই সফর সম্পর্কে মসকোর অভিমত—ভারত ও সোভিয়েট বন্ধন দৃঢ়তর হওয়ার একটি বিরাট পদক্ষেপ এই সফর। প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বলিয়াছেন যে, সোভিয়েট নেতার এই সফর ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষে ত বটেই, সমগ্র বিশ্বের শান্তি ও মৈত্রীর পক্ষেও গুরুত্ব-পূর্ণ। সমাজব্যবস্থার বিভিন্নতা থাকিলেও উভয়ের কল্যাণ ও স্বার্থ বিষয়ে এক দেশ আর এক দেশের সঙ্গে সহযোগিতার মেলবন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে, এই সফর তাহারই পরিচায়ক বলিয়া তিনি মনে করেন।

যে অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক চুক্তি হইয়াছে, তাহার মূলকথা হইতেছে—দুই দেশের উৎপাদন ব্যাপারে সহযোগিতা ও প্রযুক্তি তথা কারিগরী বিদ্যার উপযুক্ত ব্যবহার। তাহার ফলে কলিকাতা পাতাল রেল প্রকল্প, ভিলাই ও বোকারো ইস্পাত কারখানা, মথুরা তৈল শোধনাগার এবং মধ্য-প্রদেশের তাম্রখনি বিষয়ে রুশ বিশেষজ্ঞের সহ-যোগিতা এবং প্রয়োজনীয় ঋণ মিলিবে। ইহার জন্য যৌথভাবে কাজ করিবেন একটি গোষ্ঠী যাহার মধ্যে থাকিবেন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিবর্গ এবং রুশ যোজনা কমিটির দায়িত্বশীল কর্মচারিগণ। অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্য সম্প্রসারণ, খনি ও কৃষি সম্প্রসারণ প্রভৃতির জন্য সোভিয়েট সাহায্য পাওয়া যাইবে বলিয়া চুক্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

রুশ-ভারত চুক্তির অন্তরালে যে সব বৈঠক দফায় দফায় হইয়া গিয়াছে, তাহাতে ইউরোপের যৌথ নিরাপত্তা এবং এশিয়ার যৌথ নিরাপত্তার বিষয় স্থান পাইয়াছিল। প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী মনে করেন যে, এশিয়ার নিরাপত্তা যতটা কূটনৈতিক ও সামরিক বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, তাহার চেয়ে বেশী ফলপ্রসূ বৈষয়িক দিক দিয়া। সোভিয়েট নেতা ইহাতে সম্পূর্ণ একমত হইতে পারেন নাই।

অনুমান করা শক্ত নয় যে, কূটনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়া ভারত-রুশ জোট কাজ করুক, এইরূপ মনোভাব হয়ত সোভিয়েট নেতার ছিল। পশ্চিম এশিয়ায় আরব জগতে রুশ প্রভাব রহিয়াছে। ভারতের কূটনৈতিক দিক তথা সামরিক ক্ষেত্রে রুশ প্রভাব কার্যকরী হইলে, ভারতের চেয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নেরই বিশেষতঃ আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক দিক দিয়া লাভ বেশী। সোভিয়েট প্রধানের ভারত সফর এবং অনুষ্ঠিত বৈঠক তাঁহাকে কতটা খুশী করিয়াছে অথবা ভারতীয় নেতৃবৃন্দ কতটা সন্তুষ্ট হইতে পারিয়াছেন, প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে বলা শক্ত। ভারত সম্পর্কে রুশ সদিচ্ছার প্রমাণ বুঝা যাইবে পরবর্তীকালে। ১৯৭১ সালে সম্পাদিত রুশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি অঙ্গ হিসাবে আলোচ্য চুক্তিকে ধরিয়া লইলেও অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়ন সামরিক জোটে আবদ্ধ হইবে কিনা, তাহা এখনই নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না; কেন না পরিস্থিতি সব সময়ে পরিবর্তনশীল।

"সেদিন এখানে কবে হবে ?"

রয়টারের খবরে প্রকাশ, চীনা কম্যুনিষ্ট মুখপত্র পিপলস্ ডেইলি নাকি চীনের বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত পরীক্ষা পদ্ধতির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। সে দেশে নাকি স্কুলে পরীক্ষার প্রশ্ন ছাত্রদিগকে পূর্ব হইতে বলিয়া দেওয়া হয় এবং পরীক্ষা গ্রহণকালে পরীক্ষার্থীদের নাকি বই দেখিয়া উত্তর লিখিতে দেওয়া হয়।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কম্যুনিষ্ট চীনের মতবাদপন্থী এবং চীনা বৈপ্লবিক নীতির সমর্থক এই দেশে কম নয়। পরীক্ষাদান বা শিক্ষার দিক দিয়া প্রকাশিত সংবাদটি এতদ্দেশীয় পড়ুয়াদের বিশেষভাবে অনু-প্রাণিত করিতে পারে এবং তজ্জন্য কম্যুনিষ্ট চীনের মতাদর্শ ছাত্রমহলকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিলে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। কেন না, বিনা পরিশ্রমে তকমা তথা সার্টিফিকেট পাওয়া গেলে মন্দ কী? অবশ্য এদেশীয় পরীক্ষাব্যবস্থায় উত্তর দানকালে গোপনে বইপত্রের সাহায্য গ্রহণ, উত্তর লেখা টুকরা টুকরা কাগজের সদ্ব্যবহার করিয়া বিদ্যালয় প্রস্রাবাগারে স্তূপীকৃতকরণ প্রভৃতি দৃষ্টান্ত এখানে বিরল নয়। তথাপি এই দেশ আগাইয়া যাইতে পারিল না আর সে দেশের অগ্রগতি অব্যাহত—এ প্রশ্ন দেখা দিতে পারে।

আসলে এইখানেই তফাৎটা চোখে পড়ে। আমাদের ও তাহাদের শিক্ষাধারারই একটা মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। চীনাদের শিক্ষাধারায় যেখানে শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশের ব্যবস্থা আছে, সেখানে প্রশ্ন বলিয়া দিয়াই হউক, বা পরীক্ষা-দানকালে বই দেখিয়া লিখিতে দেওয়াতেই হউক—মূল তত্ত্বটি যথারীতি কাজ করিয়া চলে। কিন্তু আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় জাতীয় শিক্ষানীতিই স্থির হয় নাই; ইংরাজপরিত্যক্ত খোলস লইয়া নাড়াচাড়া চলে; শিক্ষাকে রাজ্যসরকারের ব্যাপার বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়; দেশের শিক্ষাধারা লইয়া কেবলই নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা; শিক্ষার্থীর মানসিক উৎকর্ষ অবহেলিত। অবস্থার বিপর্যয়ে শিক্ষকদের টুইশনির উঞ্ছবৃত্তি। এমত পরিবেশে চীনের দৃষ্টান্তে উল্লাসিত হইবার অথবা কটাক্ষপাত করিবার কোন হেতু থাকিতে পারে না। উভয় দেশের শিক্ষাধারার মূলতত্ত্ব অবগত হইলে তবেই প্রকৃত অবস্থা বুঝা যাইবে।

গঙ্গা ভাঙন পরিদর্শন

নিমতিতা, ১লা ডিসেম্বর—গত ২৬শে নভেম্বর সংসদ সদস্য শ্রীত্রিদিব চৌধুরী, শীস মহম্মদ (এম, এল, এ), অমল রায়, সাদেক হোসেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ধুসরীপাড়া, কামালপুর, দুর্গাপুর, নিমতিতা, জগতায় প্রভৃতি গঙ্গানদী সংলগ্ন গ্রামগুলি পরিদর্শন করে যান। সম্প্রতি উক্ত এলাকায় ব্যাপক গঙ্গা ভাঙন দেখা দিয়েছে। নিমতিতা ও জগতাই অঞ্চল গঙ্গা ভাঙনের শীকার হলে কয়েক হাজার পরিবার বাস্তুহারা হয়ে পড়বে এবং সরকারী, বেসরকারী বহু প্রতিষ্ঠান ও জমিজমা বিনষ্ট হবে। এ অবস্থায় সরকারকে অবিলম্বে স্থায়ী ভাঙনরোধ পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার।

পুরাতনী

সম্পাদনা : শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ

মুর্শিদাবাদ জেলার ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর ডবলিউ, এস, মিল্‌ন আই, সি, এস, আর ইহ জগতে নাই। তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে আলিপুরে ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে কার্য্য করিতে করিতে রোগাক্রান্ত হইয়া চিকিৎসার জন্য এক বৎসরের অবকাশ গ্রহণ করেন। আর নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলেন না। মিঃ মিল্‌ন অত্যন্ত মিষ্টভাষী ও জনপ্রিয় সিভিলিয়ান ছিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার বেশ অধিকার ছিল। তাঁহার মুর্শিদাবাদে কার্য্যকালে তিনি "জঙ্গিপুর সংবাদ" প্রকাশ করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। তাঁহার অনুগ্রহেই এই ক্ষুদ্র সংবাদ-পত্রের জন্ম হয়। আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা যার পর নাই দুঃখিত। ভগবান তাঁহার আত্মার শান্তিবিধান করুন। তাঁহার সন্তপ্ত পরিবারের দুঃখে আমরা সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৬।৫।১৩২৪ ইং ২২।৮।১৯১৭

জায়গা বিক্রয়

জঙ্গিপুর ফৌজদারী আদালতের সন্নিকটে ভদ্র পল্লীতে বাসোপযোগী সাত কাঠা জায়গা বিক্রয় হইবে। নিম্নে যোগাযোগ করুন।

নীলিমা সরকার

১২০/১, রামকৃষ্ণপুর লেন, পোঃ শিবপুর, হাওড়া-২

অথবা

শ্রীসুধীরকুমার মুখার্জী, রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

রক্ষীবাহিনীর উপস্থিতিতে ভয়াবহ ডাকাতি, ৬ হাজার টাকা লুঠ

পলষণ্ডা, ২৯শে নভেম্বর—নবগ্রাম থানার কুশমোর গ্রামে সেখ আনেশ আলীর বাড়ীতে ত্রিশ জনের একদল সশস্ত্র ডাকাত গত ২৪শে নভেম্বর হানা দিয়ে সাড়ে সাত ভরি সোনার গহনা, ১২ কেজি কাঁসার এবং ৬ কেজি এ্যালুমিনিয়ামের বাসন, দেড় হাজার টাকা মূল্যের কাপড়চোপর এবং নগদ ৭২৫ টাকা নিয়ে গা-ঢাকা দেয়। ডাকাতদলের প্রহারে গৃহকর্ত্তা এবং গৃহকর্ত্রী আহত হন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, সেই সময় রক্ষীবাহিনী উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও নাকি ডাকাতদলকে প্রতিহত করতে এগিয়ে আসেনি।

গত ২০শে নভেম্বর ঐ থানার কোরগ্রামের ফকির পালের বাড়ীতে একদল ডাকাত হানা দিয়ে মারধোর করে ১২ ভরি সোনার গহনা, ৮০ কেজি কাঁসার বাসন, ২০০ টাকা নগদ এবং অন্যান্য জিনিস-পত্র নিয়ে চম্পট দেয়।

নবগ্রাম থানার বাগড়াপাড়া এবং কচুবাড়ী গ্রামে দুর্বৃত্তের দল মুক্ত এলাকা তৈরী করেছে এবং ঐ গ্রাম দুইটিকে সাধারণ মানুষ 'দুর্দ্ধর্ষ এলাকা' বলে চিহ্নিত করেছেন বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে।

তপশীল উপজাতি সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য ১৩৭ লক্ষ টাকার প্রকল্প

মুর্শিদাবাদ জেলার তপশীল ও উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পানীয় জল সরবরাহ, ক্ষুদ্র সেচ, পূর্ণ বসতি, বাসগৃহ এবং ছাত্রাবাস নির্ম্মাণ ইত্যাদি এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রকল্পগুলি রূপায়ণের জন্য ব্যয় করা হবে ১,৩৭,৫০০ টাকা।

পানীয় জলের নলকূপ কেনার জন্য তপশীল এলাকায় সাড়ে দশ হাজার টাকা এবং ক্ষুদ্র সেচের জন্য ব্যয় করা হবে সাড়ে দশ হাজার টাকা। উপ-জাতি এলাকায় নলকূপ বসাবার জন্য তিন হাজার টাকা এবং ক্ষুদ্র সেচের জন্য খরচ করা হবে তিন হাজার টাকা।

তপশীলি সম্প্রদায়ের বাসগৃহ নির্ম্মাণ ও চাষের বলদ ক্রয় বাবদ ব্যয় করা হবে সতের হাজার টাকা। জয়ন্তী গ্রাম উন্নয়নের জন্য খরচ করা হবে তিপ্পান্ন হাজার টাকা। উপজাতিদের বাসগৃহ নির্ম্মাণ বাবদ ৩,৬০০ টাকা এবং একেবারে অনুন্নত এলাকা উন্নয়নের জন্য ১৪,৪০০ টাকা ব্যয় করা হবে। তাছাড়া, ইটোর গ্রামের সাঁওতাল শিক্ষা নিকেতনে ছাত্রাবাস নির্ম্মাণের জন্য খরচ করা হবে সাড়ে বাইশ হাজার টাকা।

জানা গিয়েছে, প্রকল্পগুলি বাস্তবে রূপায়িত হলে তপশীল ও উপজাতি সম্প্রদায় অধ্যুষিত এলাকা উপকৃত হবে।

[মুর্শিদাবাদ জিলা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর হইতে প্রেরিত।]

প্রাঃ শিঃ সমিতির কর্মীদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশী হামলার প্রতিবাদ জেলা শাখা সম্পাদকের বিবৃতি

বহরমপুর, ২৯শে ডিসেম্বর—নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার সম্পাদক অরুণ ভট্টাচার্য্য এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, বাসুদেবপুরে গত ১৭ই নভেম্বর বন্ধের দিন বন্ধ সমর্থক নিরস্ত্র জনতার উপর বিনা প্ররোচনায় পুলিশের গুলি বর্ষণের পর পুলিশ সামসেরগঞ্জ, ফরাক্কা, রঘুনাথগঞ্জ ও সুতী থানায় ব্যাপক গ্রেপ্তার করছে এবং বাড়ী বাড়ী হামলা চালাচ্ছে; এ ছাড়া সমগ্র জঙ্গিপুর মহকুমা ও বহরমপুর শহরে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছে। জঙ্গিপুর মহকুমার প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেতৃস্থানীয় কর্মীদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ তৎপর হয়েছে। এর জন্য তাঁদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে ও চাকরীর নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে এবং শিক্ষা ব্যবস্থাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অবিলম্বে এই অন্যায় পুলিশী হামলা বন্ধ করার দাবী জানিয়ে এবং ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখার জন্য গত ২৩শে নভেম্বর জেলা শাসকের নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে।

দাবীর ভিত্তিতে গণ-অনশন

রঘুনাথগঞ্জ, ৩রা ডিসেম্বর—রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের মত জঙ্গিপুর খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের পরিদর্শক শ্রেণীর কর্ম্মচারিগণ বেতন কাঠামোর পুনর্বিন্যাস, স্থির বেতনে কর্ম্মীর অতিরিক্ত বেতন বৃদ্ধি, F.I.A. ও C.A. হারের পুনর্গঠন, নিয়োগ-বিধির পরিবর্ত্তন ও মফঃস্বলের পরিদর্শক শ্রেণীর জন্য অফিস গৃহ বা অফিস ভাড়া ভাতা প্রবর্ত্তন প্রভৃতি দাবীর ভিত্তিতে গত ১লা ডিসেম্বর বিকাল হতে ২৪ ঘণ্টার জন্য গণ-অনশন পালন করেন। স্থানীয় এম, এল, এ শ্রীহবিবুর রহমান অনশনকারীদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁদের প্রতিশ্রুতি দেন যে, দাবী-দাওয়ার বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে আনবেন।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ॥

রঘুনাথগঞ্জ, ১লা ডিসেম্বর—স্বামী বিবেকানন্দের ১১১তম জন্মদিবস উপলক্ষে স্থানীয় সরাইখানা প্রাঙ্গণে বিবেকানন্দ ক্লাবের উদ্যোগে আগামী ১২ই জানুয়ারী, ১৯৭৪ সন্ধ্যা ৫ ঘটিকায় প্রবন্ধ, স্বরচিত কবিতা, আবৃত্তি, বিতর্ক এবং সঙ্গীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। যোগাযোগের ঠিকানা—সম্পাদক, বিবেকানন্দ ক্লাব, রঘুনাথগঞ্জ।

—সকল প্রকার ঔষধের জন্য—
নির্ণয় ও নিরাময়
রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

আঞ্চলিক শিক্ষক সমিতির সম্মেলন

রঘুনাথগঞ্জ, ১লা ডিসেম্বর—গত ২৫শে নভেম্বর রঘুনাথগঞ্জ বহুমুখী বিদ্যালয় ভবনে রঘুনাথগঞ্জ-সাগরদীঘি আঞ্চলিক শিক্ষক সমিতির (এ, বি, টি, এ,-র শাখা) সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে এতদঞ্চলের বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্ম্মী প্রতিনিধিরা যোগদান করেন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীজগদ্বন্ধু সরকার। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন সর্ব্বশ্রী দেবপ্রসাদ রায়শর্ম্মা, জগদিন্দু সান্যাল, সুনীল মুখোপাধ্যায়। আলোচনান্তে রিপোর্টটি সর্ব্বসমর্থনে গৃহীত হয়। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জেলার শিক্ষক নেতা শ্রীসুনীতি বিশ্বাস। তিনি শিক্ষা জগতের নানা সমস্যা ও সরকারী শিক্ষানীতির ব্যর্থতার বিষয়ে আলোচনা করেন।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে বাসুদেবপুরে পুলিশের গুলিচালনা ও নির্যাতনের তীব্র নিন্দা করে একটি প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে।

॥ শহীদ দিবস উদ্‌যাপন ॥

রঘুনাথগঞ্জ, ৪ঠা ডিসেম্বর—গত ১লা ডিসেম্বর জঙ্গিপুর টাউনহলে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির ডাকে শহীদ দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। বন্‌ধের দিন পুলিশের গুলিতে নিহত অর্জ্জুন সরকার ও এরাদৎ সেখের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয় এবং সভা থেকে দাবি করা হয়—বাসুদেবপুরে গুলি চালনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত, নিহতদের পরিবার-বর্গকে ক্ষতিপূরণ, ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার প্রভৃতি।

বহরমপুরসহ জঙ্গিপুর মহকুমার শহরগুলিতে ১৪৪ ধারা জারি থাকায় শহীদ দিবসে কোন মিছিল করা সম্ভব হয়নি বলে একজন মুখপাত্র জানান।

৭ই ডিসেম্বর 'পতাকা দিবস'এ প্রাক্তন সৈনিকদের সাহায্যার্থে মুক্তহস্তে দান করুন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারীর মাধ্যমে
স্বাধীন ব্যবসা করে আয় বাড়ান
৫০খানি এক টাকার লটারীর টিকিট অন্ততঃ ২০% কমিশনে ৪০৲ টাকায় পাবেন।
টিকিট কলিকাতা লটারীর অফিস, জেলা শাসক, মহকুমা শাসক ও ব্লক অফিসে পাওয়া যায়।
এই বাবদে কিছু সংখ্যক শিক্ষিত বেকার তরুণ-তরুণীদের ব্লক অফিস থেকে ব্যবসা করার জন্য ১০০৲ টাকার সরকারী সাহায্য দেওয়া হচ্ছে।
বর্ত্তমান জোড়া খেলার তারিখ অন্তবর্ত্তী খেলা—৮/১২/৭৩ এবং চূড়ান্ত খেলা—২২/১২/৭৩।
বাড়ী, গাড়ী ও লক্ষ টাকা সহ প্রায় ৪০০০ পুরস্কারের সুযোগ ছাড়বেন না।

[মুর্শিদাবাদ জিলা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর হইতে প্রেরিত।]

ভিন্ন চোখে ॥

বাসুদেবপুর ঃ রক্তের আখরে লেখা নাম

আমরা প্রত্যেকেই বিবেকবান মানুষ। আমাদের মন আর মনন দুই-ই আছে। শ্রবণ আর দর্শনেন্দ্রিয়ও সজাগ। কিন্তু তা সত্ত্বেও কখনো কখনো বোধগুলো অদ্ভুতভাবে ভোঁতা হয়ে যায়। গত ১৭ই নভেম্বর আমি, আম জনতার একজন সত্যানন্দ, অন্ততঃ এই মহকুমা শহরে ভিন্ন চোখে তাকিয়েও দেখেছি 'বন্‌ধে'র প্রতি অধিকাংশ মানুষের স্তঃস্ফূর্তঃ সমর্থন। তাদের বুকের মধ্যে যে প্রতিবাদ ধীরে ধীরে দানা বাঁধছিল শাসক শক্তির রক্তচক্ষুর শাসানি কিছুতেই তাকে অবদমিত করতে পারেনি। কিন্তু এটাও লক্ষ্য করেছি, এ জেলার তথা জঙ্গিপুর মহকুমার মানুষ স্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয়। 'বন্‌ধে'র দিনে এই মহকুমা শহরের শান্তি বিঘ্নিত হয়নি।

অথচ রেডিয়োর সান্ধ্য সংবাদে বাসুদেবপুরে পুলিশের গুলি, একটি রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের জিপে অগ্নি সংযোগ, ট্রেণ আটক আর সবার উপরে দু'টি তাজা তরুণ প্রাণের নৃশংস বলি'র সংবাদ আমাদের নাগরিক-মানসকে অবশ্যই চমকিত করেছিল। 'আকাশবাণী'র সংবাদ-পাঠক স্বকীয় রীতি ও বিশেষ ভঙ্গীতে এ ঘটনার ব্যাখ্যা করেছেন। পরের দিন রাজধানীর প্রভাতী সংবাদপত্রগুলি অবশ্য 'ব্যানার নিউজে' স্থান দিয়েছিল এ বিষয়টি। কিন্তু সংবাদ পরিবেশনে 'আকাশবাণী'র অপেক্ষা নতুন কোন তথ্য ছিল না তাতে। মোদ্দাকথা, উন্মত্ত হিংস্র জনতা বাসুদেবপুর লেভেল ক্রশিং-এ ট্রেণ আটক করে একটি ছাত্রসংস্থার জিপে আগুন ধরিয়ে দেয়, আর শান্তি রক্ষার জন্যে পুলিশ গুলি চালাতে বাধ্য হয়। সুতরাং ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে, শান্তি-ভঙ্গকারীর অবধারিত শাস্তি মৃত্যু। উপরন্তু শান্তিভঙ্গকারীদল নাকি শান্তি রক্ষাকারী গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক ছাত্র সংগঠনের কয়েকজন হবুনেতার উপর অত্যাচার করে তাদের আহত করেছে। সুতরাং গেল গেল রব চতুর্দ্দিকে। নিহত বাইশ বছরের তরুণ অর্জ্জুন সরকার ও পনের বছরের কিশোর এরাদত হোসেনের অপেক্ষা ছাত্রকর্মীদের আহত হওয়ার ঘটনাটাই প্রধান। স্বয়ং কৃষিমন্ত্রী থেকে অনেক হবু-গবু নেতারা ছুটে এলেন। পরের দিন স্কুল-কলেজে ধর্মঘট পালিত হোল। কিন্তু আসল ঘটনাটির পেছনে তাকাবার অবকাশ কারোরই ঘটলো না। হয়তো যে-আমরা, স্বাধীন দেশের সচেতন নাগরিক—আমাদেরও নয়।

কারণ আমরা এখন যেন ভোঁতা হয়ে গিয়েছি। অধুনা যেন নিশ্চেতন জড়ে পরিণত হতে চলেছি। বাসুদেবপুর আমাদের সামনে নতুন ইতিহাসকে সৃষ্টি করেছে। সেখানে রক্তে রাঙানো লাল শপথ। শহীদ অর্জ্জুন সরকার আর এরাদত তাদের সজীব তরুণ প্রাণের বিনিময়ে জানিয়েছে প্রতিবাদ। জালিম স্বৈরাচারীর জুলুমের বিরুদ্ধে রক্তের আখরে লিখেছে নাম। তবু ১৭ই নভেম্বরের পরও চলেছে তাণ্ডব, চলেছে পুলিশী নির্যাতন। বাসুদেবপুরের রাকেব সেখের স্ত্রী নুরবানুর নারীত্ব আজ পথের ধুলায় লুণ্ঠিত। এবং আমরা তা মুখবুজে সহ্য করছি। এই আমাদের গণতন্ত্র—এই আমাদের সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতি। কিন্তু কেন এই নিরাসক্তি ও নীরবতা? এই মহকুমার ছাব্বিশ বছরের স্বাধীনতা—উত্তর জীবনে বাসুদেবপুরের ঘটনা গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী শাসক শ্রেণীর স্বৈরতন্ত্রের এক নক্কারজনক উদাহরণ। এর বিরুদ্ধে জনজীবনে উচ্চারিত হোক সোচ্চার প্রতিবাদ। তীব্র ঘৃণা। নৈলে বুঝবো আমরা আমাদের চেতন অস্তিত্বকে সত্যি সত্যিই বিসর্জন করে জীবন্মৃতে পরিণত হয়েছি।

—সত্যানন্দ

১ম পৃষ্ঠার পর [সিমেন্টের পারমিট দানে নগ্ন পক্ষপাতিত্ব চলছে কেন ?]

সিমেন্টেড সলিডারিটি থাকিলেই বিপদ।" এখন দেখা যাচ্ছে পারমিটদানের পুরো ব্যবস্থাটাই নগ্ন পক্ষপাতিত্বমূলক। 'সিমেন্টেড সলিডারিটি-'র আরও কোন আকর্ষণীয় ব্যাপার এর পিছনে কাজ করে চলছে বলে জনগণ মনে করলে দোষ দেওয়া যায় কি ?

বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা সিমেন্টের পারমিটদানের ক্ষেত্রে সৎ, নিরপেক্ষ এবং সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থা আশা করছি।

সীমান্ত অঞ্চলে চাল পাচার

হিলোড়া, ১লা ডিসেম্বর—বীরভূমের সীমান্ত গ্রাম জাজিগ্রাম থেকে মুর্শিদাবাদের সীমান্ত গ্রাম হিলোড়ায় ঘোড়াযোগে প্রচুর চোরাই চাল নিয়মিত-ভাবে সীমান্ত রক্ষীদের চোখের সামনে দিয়ে পাচার হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। এদিকে গ্রামের সাধারণ মানুষ খাবার জন্য সামান্য চাল নিয়ে আসতে গিয়ে সীমান্ত বাহিনীর হাতে নাজেহাল হচ্ছেন। রক্ষীবাহিনীর কর্তব্যকর্মে একটু দৃষ্টি দেবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সার ও বীজের অভাবে গম চাষ বন্ধ হতে চলেছে

হিলোড়া, ১লা ডিসেম্বর—হিলোড়া-বংশবাটী অঞ্চলের গরীব চাষীরা গমের বীজ ও সারের অভাবে গম চাষ করতে পারছেন না। গমের বীজ গ্রামে পাওয়া গেলেও প্রতি কেজি তিন টাকা দরে বিক্রী হওয়ায় সকলের পক্ষে কেনা সম্ভব হচ্ছে না। বীজ কোন রকমে খরিদ করলেও সারের জন্য দৈনন্দিন সুতী বি, ডি, ও অফিসে ধরণা দিয়েও সার থেকে চাষীরা বঞ্চিত হচ্ছেন। বি, ডি, ও অফিসের মাধ্যমে সার বণ্টনের ব্যবস্থা থাকলেও সেখানে নাকি প্রয়োজনীয় সার মজুত নাই, সেই কারণে সার সমবণ্টনে ব্যাঘাত ঘটছে। সার-বীজের অভাবে এই অঞ্চলের প্রায় অর্দ্ধেক জমিতে এ বছর এখন পর্যন্ত গম চাষ বন্ধ আছে।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেস হইতে শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।